দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 8 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দশ কোটি জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। সঙ্গত কারণেই জাতি আশা করছে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে সত্য, ন্যায় ও আদর্শের পতাকাবাহী একদল তাজাপ্রাণ তরুণ সেনানী যারা ঘুণেধরা, মরচেপড়া এই সমাজের ভাঙ্গা স্তূপের উপর গড়ে তুলবে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সামাজিক কাঠামো। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উল্টা প্রবাহে চলমান এ বিশ্ববিদ্যালয় তার চলার পথে রেখে যাবে বিজয়ের পদচিহ্ন— এ আশায় আমরা সবাই আশাবাদী।

সম্পূর্ণ আবাসিক, রাজনীতিমুক্ত ও সহশিক্ষাবর্জিত— এ তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যেই এদেশের সচেতন জনমনে আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে। শহুরে জীবনের কোলাহল থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশের আবেষ্টনীতে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। শিক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠু, সুন্দর ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিবেশ থাকার পরও শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হচ্ছে কতগুলো কারণে।

প্রথমতঃ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরও ছাত্রদের জন্য এ পর্যন্ত কোন আবাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ছাত্রদেরকে দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অধিক টাকা ব্যয়ে ডাইনিং-এ খেতে হচ্ছে। অধিকন্তু ছাত্রদের জন্য এ পর্যন্ত কোন সাবসিডি অথবা রেশন ইউনিটের ব্যবস্থা হয়নি।

দ্বিতীয়ত যোগাযোগের সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টেলিযোগাযোগ ও ডাকযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়নি। ক্যাম্পাস থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে বোর্ড বাজারে একটি নামমাত্র পোস্ট অফিস রয়েছে। তাও আবার প্রত্যহ ২/৩ ঘন্টা মাত্র খোলা থাকে। ফলে ছাত্ররা চিঠিপত্র আদান-প্রদান মানি-অর্ডার গ্রহণ টেলিগ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে দারুণ বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। সুতরাং ক্যাম্পাসে একটি সাব-পোস্ট অফিস ও তার অফিস স্থাপন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের এখনো কোন সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্রাদি সরবরাহ করা হয়নি। ফলে যে কোন দুর্ঘটনার ন্যূনতম চিকিৎসার নিশ্চয়তাও এখানে নেই। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো এখানে একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কোন শুভ দিন নেই যেদিন দুই-তিন ঘন্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হলে এ সকল সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। ভর্তি সমস্যা দিন দিন যেভাবে প্রকট হচ্ছে তাতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণ হতাশা ও অনিশ্চয়তার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই আসছে শিক্ষাবর্ষে উলুমুল হাদিস, উলুমুল ফিকাহ্, আকায়িদ, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি ও বিজ্ঞান অনুষদে আরো কিছু বিষয় খোলা যেতে পারে। এসব উদ্যোগগুলোকে সক্রিয় করতে হলে এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছাকে আরো বর্ধিত করতে হবে। কারণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে প্রয়োজন ইসলামী জীবনদর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষাবিদ। আর এ ধরনের শিক্ষক পেতে হলে সরকারকে কিছু বাড়তি ব্যয় বহন করতে হবে। অথচ শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে এখানে চালুকৃত মাত্র চারটি বিভাগের জন্যও পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বিবেচ্য। মেয়েদেরকেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন যা একটা আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, দেশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের জন্য এ পর্যন্ত কোন একক ও পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তাই দেশের নারী সমাজকে আদর্শ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের জন্য একটি পৃথক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যা আজ একটি সার্বজনীন দাবীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সাথে এর যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। অপরদিকে কলেজ থেকে আগত প্রত্যেক ছাত্রকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি ও আরবী ভাষা'-এর উপর একশ' নম্বরের পাঠ্যসূচী পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য মাননীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় ও বাস্তব পদক্ষেপ কাম্য।

—মুহাম্মদ সানোয়ার আল জাহান